মাসিক অধিকার বার্তা

৪৯ তম সংখ্যা, অগ্রাহয়ন- পৌষ ১৪২১, ডিসেম্বর-২০১৫ইং পঞ্চম বর্ষ,

হতদরিদ্রদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদের বিনা সুদে লোন বিতরন কার্যক্রম।

হত দরিদ্রদের মাঝে বিনা সুদে লোন বিতরন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন,এমপি-ভোলা-৩।

লালমোহন উপজেলার ৯ নং লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ তাদের নিজস্ব উদ্যোগে কোস্ট ট্রাস্ট ও মানুষের জন্যর সহযোগিতায় ইউনিয়নের অন্তর্গত হত দরিদ্রদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করে তুলতে তাদের মাঝে বিনা সুদে ঋন বিতরন কার্যক্রম শুরু করেন।২টি ধাপে মোট ১৮টি হতদরিদ্র পরিবারকে প্রাথমিকভাব উক্ত সেবার আওতায় অনা হয়।গত ২০/১১/২০১৫ ইং তারিখ প্রথম পর্যায়ের ঋন বিতরন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভোলা ৩ আসনের এমপি জনাব নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন ঐদিন ১০টি হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে আলাদা অলাদাভাবে ৫০,০০০টাকার চেক বিতরন করা হয়।পরবর্তী ধাপে গত ২৩/১২/২০১৫ইং তারিখ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম মিয়া ৮টি হত দরিদ্রপরিবারের মাঝে ৫০,০০০টাকার আলাদা আলাদা চেক হস্তান্তর করেন।হত দরিদ্র পরিবারগুলো উক্ত লোনের টাকা এবং নিজস্ব সঞ্চয় যোগ করে ক্ষুদ্র তহবিল গঠন করার মধ্য দিয়ে হাস মুরগী পালন,গরু পালন,জমি চাষাবাদ,ক্ষুদ্র ব্যাবসার মতো স্থানগুলোতে বিনিয়োগ করেছেন এবং বর্তমানে তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

চেয়ারম্যান থেকে ঋনের চেক গ্রহন করছেন মো: হারুন

৭নং ওয়ার্ডের সৈয়দাবাদ বেড়ির পাড়ের বাসিন্দা মো: হারুন পিতা মো: বশির উল্ল্যাহ। চরম দরিদ্রতায় আচ্ছন্ন হারুনের পরিবারটি। নদীতে মাছ ধরা আর দিন মজুরি করাই হারুনের পেশা।প্রায় ৬মাস নদীতে কোন কাজই থাকেনা দারুন কষ্টে দিন কাটে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের।হারুন পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায় সে গরু লালন পালনের মধ্য দিয়ে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হতে চায়। কিন্তু মুলধন খুজে পাওয়া অনেক কষ্ট লাভ ছাড়া কেউই কাউকে টাকা পয়সা দেয়না। হঠাৎ করেই সে শুনতে পায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিনা সুদে এ ধরনের কাজে লোন দিবে।সে তাৎক্ষনিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানএর শরনাপন্ন হন এবং তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন তখন চেয়ারম্যান তার নাম লিখে রাখেন এবং পরবর্তীতে জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেন।পরবর্তীতে আইজিএ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে ১৮ জনের চুড়ান্ত তালিকায় হারুনের নামটিও স্থান পায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের হত দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল খেকে হারুনকে ১০০০০টাকার ঋন প্রদান করা হয় গরু পালনের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার।এই টাকার সাথে অনেক কষ্টের সঞ্চিত ৬০০০ টাকা যোগ করে মো: হারুন ১৬০০০টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন এবং বর্তমানে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা লালনপালন করছেন এবং নিয়মিত প্রাণি সম্পদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখছেন ও নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান করেছেন।হারুন এর কাছে তার অনুভুতি জানতে চাইলে তিনি বলেন এই সময় কেউ কাউকে বিনা লাভে ধারও দেয়না অথচ আমাকে ১০,০০০ টাকা দেয়া হয়েছে আমার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য।এ জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমি নিয়ম অনুযায়ী আসল টাকাটা সময়মতো অবশ্যই ফেরত দেবো।তিনি আরো জানান সামনের জৈষ্ঠ্য মাসেই এই গরুটি কমপক্ষে ২৮,০০০/= থেকে ৩০,০০০/= বিক্রয় করা যাবে।তিনি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে বদ্ধ পরিকর।

গরু পালন করে ভাগ্য পরিবর্তন করতে চান হারুন

ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে চেক গ্রহন করছেন দিপক

দিপক চন্দ্র দাস,পিতা মনো রঞ্জন দাস তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউয়িনের ৩নং ওয়ার্ডের পেয়ারীমোহন এর বাসিন্দা। পেশায় তিনি একজন ফেরিওয়ালা বিভিন্ন হাটের দিন হাটে, হাটে বাদাম ও বুট বিক্রি করে বেড়ান বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র ছেলে আর একটি মাত্র বোন।অভাবের সংসারে কোনরকমে দিন যায়।ইউনিয়নের হত দরিদ্রদের তালিকায় উক্ত পরিবারটির নাম রয়েছে।ক্ষুদ্র মুলধন দিয়ে দিপক চন্দ্র দাস চর ফ্যাশন থেকে এক- আধমন বাদাম ও ১০ থেকে ১৫ কেজি করে বুট কিনে এনে বিক্রি করেন এবং তাই দিয়ে কোন প্রকারে সংসার চালান।পর্যাপ্ত মুলধনের অভাবে তিনি বেশি পরিমানে মাল আনতেও পারেন না আর লাভও করতে পারেন না।৩নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সা: সম্পাদক রিক্তা রানী দিপক দাসের আর্থিক অবস্থা জানতেন তাই তিনি ইউনিয়ন পরিষদের কাছে উক্ত সেবার আওতায় দিপক দাসকে আনার জন্য সুপারিশ করলে উক্ত কমিটি দিপক দাসের আর্থিক অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করে তাকে লোন দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন। দিপক দাসের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় এনে ইউনিয়ন পরিষদ দিপক দাসকে হত দরিদ্র উন্নয়ন তহবিল থেকে বিনা সুদে ৫০০০ টাকা লোন প্রদান করেন ক্ষুদ্র তহবিল গঠনের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করার লক্ষে।

নিজের পেশায় ব্যাস্ত দিপক চন্দ্র দাশ

এ ব্যাপারে দিপক দাস জানান এ বার বাদামের দাম অনেক বেশি আগে যেখানে মন প্রতি ১৪০০ টাকা এবার সেখানে মন হয়েছে ৩২০০ টাকা। লোনের টাকা পাওয়ার পরে তিনি একমন বাদাম ও বাকি টাকার বুট কিনেছেন এবং আগের মতোই হাটে হাটে তা বিক্রি করে বেড়ান তবে এবার বাড়তি কিছু টাকা পাওয়াতে তিনি ১০ শতক জমিতে নিজেই বাদাম লাগিয়েছেন আশা করছেন সামনের বার অনেক টাকা লাভ করতে পারবেন।

ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির উদ্যেগে ৫০০ফুট রাস্তা নির্মান

নাগরিক কমিটির উদ্যোগে তৈরি রাস্তা

লালমোহন উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে সাধারন মানুষের পথ চলাচলের সুবিদার্থে প্রায় ৫০০ ফুট নতুন রাস্তা নির্মান করেন।রাস্তাটি তৈরি করতে ওয়ার্ড নগরিক কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ টাকা সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে থেকে নিজেরাও স্বেচ্ছা শ্রমদিয়ে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন।পাকার রাস্তার মাথায় অটো স্ট্যান্ড হওয়ায় বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিশেষত দক্ষিণ ফরাজগঞ্জ থেকে প্রতি দিন শত শত মানুষ উক্ত রাস্তা দিয়েই চলাচল করে। অথচ চলাচলের জনগুরুত্বপুর্ন এই রাস্তাটি প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তা আর জমির আইল প্রায় সমান তাই প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রাস্তার

উপরেই হাটু জল থাকে।বয়স্ক নারী-পুরুষ বিশেষত শিশুদের স্কুলে যেতে অনেক বেশী কষ্ট হয়।শিশুদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি পথ চলাচলের জন্য একেবারেই অনুপযোগি হয়ে পড়ে।তাই দক্ষিণ ফরাজগঞ্জ এরএই সড়কটির নির্মান প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে।অথচ বেশ কয়েকবার ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করলেও এই দিচ্ছি,আগামীতে দেব পর্যন্তই।অথচ সমস্যাটি সমাধানের পথ কেউই খুজে পায়নি।সাধারন মানুষের চরম দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে সমস্যাটি ৮নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং তারিখ তাদের মাসিক সভায় উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং নিজেরাই দক্ষিণ ফরাজগঞ্জ এর এই সড়কটি নতুন করে নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

নাগরিক কমিটির সভাপতি বাবুল পাটোয়ারী তার নেতৃত্বেই অন্যান্য সদস্যরা তৈরি করছে রাস্তা।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটি বাস্তবায়নের জন্য নাগরিক কমিটির সদস্যরা ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে।সভাপতি বাবুল পাটোয়ারীকে আহবায়ক করা হয় নাগরিক কমিটির সা: সম্পাদক হালিমা কেগম ও সদস্য আ: হাই কে সদস্য নির্বাচন করা হয়। কমিটির সদস্যরা প্রথমেই স্থানীয় ভাবে মাটি কাটা সর্দারের সাথে আলোচনা করে এর খসড়া ব্যয় নির্ধারনের চেষ্টা করেন এবং সেই সাথে নাগরিক কমিটির সদস্যরাও নিজেরা মাটি কাটার কাজে অংশ নেবেন বলেও জানান। ফলে মোট ব্যয় নির্ধারন করা হয় ১০০০০/-(দশ হাজার টাকা)। এ টাকা নাগরিক কমিটির সদস্যসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে উঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সংগ্রহ করে।গত ২৭/১২/২০১৫ ইং তারিখ উক্ত রাস্তার কাজ শুরু হয় যেখানে প্রায় ১০ জন শ্রমিক মোট ৩দিন কাজ করেন এবং ৩০/১২/২০১৫ইং তারিখ রাস্তার কাজটি শেষ হয়।ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা নিজেরাও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সাথে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। নাগরিক কমিটির সদস্য আঞ্জুমান বেগম বলেন কতবার মেম্বারকে বলা হয়েছে রাস্তাটির ব্যাপারে অথচ কোন গুরুত্বই দিলোনা। শ্রমিকদের সাথে আমরা নিজেরাও মাটি কেটেছি আমাদের কাজ আমরাই করবো এবং আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করবো কারো আশায় বসে সময় নস্ট করতে চাইনা।নাগরিক কমিটির সভাপতি বাবুল পাটোয়ারী বলেন এই রাস্তা দিয়ে বড়দের পাশাপাশি কত ছোট ছোট শিশুরাও স্কুলে ও মাদ্রাসায় যায় অথচ তারা বর্ষায় কতইনা কষ্ট পেতো। আশা করছি এখন এতটা সমস্যায় পরতে হবেনা এলাকার জনগনের পথ চলাচলের অনেক কষ্ট লাঘব হবে।ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির এধরনের স্ব- উদ্যেগের ফলে রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় স্থানীয়রা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা এই ধরনের জনকল্যান মুলক কাজ করার জন্য ওয়ার্ড নাগরিক কমিটিকে অনেক ধন্যবাদ জানায়।

ভোলায় সামাজিক নিরা্পত্তা সেবারমান বৃদ্ধিতে জেলা পর্যায়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত।

গত ২৭/১২/২০১৫ইং তারিখ সকাল ১১ঘটিকায় মুসলিম ইন্সটিটিউট পাবলিক লাইব্রেরী হল রুমে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কোস্ট ট্রাস্টের সহযেগিতায় সামাজিক নিরাপত্তা সেবার মান বৃদ্ধিতে জেলা পর্যায়ে জেলা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাবা জেবুন্নেসা। জেলা জনসংগঠনের সভাপতি জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সংলাপে উপস্থিত ছিলেন জেলা জনসংগঠনের নেত্রী বৃন্দ সাংবাদিক,ইউনিয়ন জনসংগঠনের সদস্যবৃন্দ,ইউপি চেয়ারম্যান,সচিব, মহিলা সউপজেলা জনসংগঠনের নেত্রীবৃন্দ,উপকারভোগী,কোস্ট ট্রাস্ট দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের কর্মীগন।প্রকল্প সমন্বয় কারী মো: হাসান এর সঞ্চালনায় উপস্থিত সকলে তৃনমুলে সামাজিক নিরাপত্তা সেবার গতিশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জেলা সংলাপে মতামত প্রদান করছে ইউনিয়ন থেকে আগত সাধারন নাগরিকরা।

সভায় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বক্তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন। সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক উপকারভোগী চিহ্নিত করে তাদের উক্ত সেবার আওতায় আনার এবং উপকারভোগী নির্বাচনের মধ্যে যে কোন অনিয়ম পরিহার করে সঠিক ব্যাক্তিকে তা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। উপস্থিত অংশগ্রহনকারী মো: রতন উপ পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন আমার বয়স্কভাতার কার্ড হয়েছে আমি কার্ডও পেয়েছি কিন্তু আমার কাছ থেকে ইউপি মেম্বার কার্ড নিয়ে গিয়েছেন।আমাকে বর্তমানে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।
বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জেলা জনসংগঠনের সহ সভাপতি মোকাম্মেল হক মিলন বলেন সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় উপকারভোগীদের প্রকৃত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই তালিকা থেকে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে।তবে এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদকে অগ্রনী ভুমিকা পালন করতে হবে।
জেলা জনসংগঠনের সা: সম্পাদক ও এ রব স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাবা সাফিয়া খাতুন বলেন নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে ভালো কাজের প্রতিজ্ঞা করতে হবে।আমরা যে সকল অভিযোগগুলো নিয়ে অলোচনা করেছি তা সমাধানের জন্য আমারেই উদ্যোগ নিতে হবে।প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ পরিচালক শাহে আলম মহোদয় বলেন প্রত্যেক ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বিতরনের ক্ষেত্রে অবশ্যই নীতি মালা অনুযায়ী বিতরন করা হয় তারপরও যদি কোন অনিয়ম থাকে তাহলে আমাদেরকে তা লিখিত আকারে দেন আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নেব।তবে আরও স্বচ্ছতার প্রয়োজন রয়েছে।তিনি উপস্থিত সকলকে যে কোন ধরনের অনিয়ম এর সাথে সাথে তা লিখিত আকারে জানানোর অনুরোধ করেন তিনি আরও বলেন আমরা কোর প্রকার অনিয়মকে প্রশ্রয় দেবোনা। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাবা জেবুন্নেছা বলেন দেশগড়ার ক্ষেত্রে নারী সমাজের ব্যাপক গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব। নিজেদের সচেতনতার মাধ্যমে অনেক অনিয়ম দুর করা সম্ভব। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি এখন আর দাতা সংস্থা বহন করেন না ,বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব অর্থে ভিজিডি বিতরন করে থাকেন এ সম্পদ এখন আমাদের নিজেদের এদের রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন অনিয়ম প্রতিরোধ করতে হলে শুধু স্বদিচ্ছা থাকাটাই যথেষ্ট তবে আমাদের সচেতন হতে হবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে।তিনি উপস্থিত সকলের শুভ কামনা করেন এবং সভার সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৭	০৭
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	১৬	১৬
জেলা জনসংগঠন এর ত্রৈমাসিক সভা	১	১
উপজেলা জনসংগঠনের ত্রৈমাসিক সভা	৫	৫
জেলা পর্যায়ের সংলাপ	২	১

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"
মোঃআবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৮৩৬
hasan@coastbd.org . www.coastbd.org